দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 23-DEC-2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যশোরের নোয়াপাড়া গ্রামের মানুষের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে যে স্কুল

স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কেও গ্রামের মানুষকে সচেতন করে তুলছে স্কুলটি

মনির হায়দার, *যশোর থেকে ফিরে*

নোয়াপাড়া গ্রামের মানুষের জীবনধারা পাল্টে দিয়েছে একটি স্কুল। গ্রামটির প্রায় সব শিশুই এখন লেখাপড়া করছে। দিনে দিনে শিক্ষার আলোকছটায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে পাখিডাকা ছায়াঢাকা নোয়াপাড়ার প্রতিটি ঘর। শুধু লিখতে কিংবা পড়তে পারাটাই নয়, বরং স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কেও গ্রামের মানুষকে সচেতন করে তুলছে স্কুলটি। ১৯৯৬ সালে যেখানে নোয়াপাড়ায় ১৮৭টি পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল ৯৮৮, সেখানে ৫ বছর পর গ্রামটিতে পরিবারের সংখ্যা ৭৯টি বেড়ে মোট ২৬৬টি হলেও লোকসংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৪৪ জন। গত ৫ বছরে এই গ্রামে কারও ডায়রিয়া হয়নি। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এখন স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপিত হয়েছে। দিনে দিনে এটি পরিণত হচ্ছে একটি আদর্শ গ্রামে। আর এসবের পিছনে রয়েছে যে স্কুলটি, সেটির নাম, 'নোয়াপাড়া আইডিইবি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়'।

উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, প্রাইমারী স্কুলের এই মডেলটি গৃহীত হলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কর্মসূচী বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অন্তত হাজার কোটি টাকা বেঁচে যেত। এ ব্যাপারে ১৯৯৫ সালে সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে সুপারিশও পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু রহস্যজনক কারণে দীর্ঘ ৭ বছরেও এ সম্পর্কে সরকারের কোন সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। এমনকি, নোয়াপাড়া মডেল স্কুলটিও গত ৭ বছরে সরকারের রেজিস্ট্রেশন পায়নি। প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা একের পর এক নিত্য-নতুন অজুহাত তুলে দারুণ সম্ভাবনাময় এই স্কুলের রেজিস্ট্রেশন দেয়া থেকে বিরত রয়েছেন। এ অবস্থায়ই চলছে যশোরের তরফনোয়াপাড়া গ্রামে আইডিইবি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম। সরকারের রেজিস্ট্রেশন পাওয়া গেল কি গেল না, তাতে কিছুই আসে যায় না ওই গ্রামের মানুষের। তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, দম্পতিরা জানতে পারছে পরিবার পরিকল্পনার সুফল ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে; সেই সঙ্গে পুরো গ্রামের মানুষ সচেতন হয়ে উঠছে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কে— এটিই তাদের পরম প্রাপ্তি।

তরফনোয়াপাড়া গ্রামের অবস্থান হলো যশোর শহর থেকে দুই কিলোমিটার দূরে। সরেজমিন পরিদর্শনকালে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এই গ্রামে কোন স্কুল ছিল না। অথচ তখন গ্রামটির ১৮৭টি পরিবারে মোট ২১৫ জন বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ছেলেমেয়ে ছিল। গ্রামের ৬৫ ভাগ পরিবার নলকূপের পানি ব্যবহার করত না। মোট ৯৮৮ জনের মধ্যে ৮৬২ জনই স্যানিটারি ল্যাট্রিন বা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করত না। ওই অবস্থায় ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) তরফনোয়াপাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে একটি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৯৫ সালের ১৬ এপ্রিল থেকে শুরু হয় এর কার্যক্রম। এক বিঘা জমির ওপর ৫ কক্ষবিশিষ্ট বারান্দাবিহীন টিনের স্কুলঘর নির্মাণ, জমি ক্রয় ও উন্নয়ন, শৌচাগার, খাবার পানির নলকূপ স্থাপন ও স্কুল আঙ্গিনায় ২১৯টি মেহগনি গাছ লাগাতে সর্বমোট ব্যয় হয়েছিল ৩ লাখ টাকা।

কনসেপ্ট অনুযায়ী মাত্র ৩ জন শিক্ষক দিয়ে স্কুলের কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। শিক্ষকরা সবাই গ্রামবাসী এবং তাঁরা নিয়মিত বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে বুঝিয়ে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রচলিত ধারার বাইরে এই স্কুলে ক্লাস হয় সপ্তাহে ৫ দিন। বাকি দু'দিন শিক্ষকরা কাজ করে পরিবার পরিকল্পনার মাঠকর্মী হিসাবে। সপ্তাহে একদিন তাঁরা বাড়ি বাড়ি যান এবং একদিন আগ্রহী লোকরা পরামর্শ নেয়ার জন্য তাঁদের কাছে আসে। এই পদ্ধতিতে গত ৫ বছরে তরফনোয়াপাড়া গ্রামে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। যদিও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মীদের অসহযোগিতার কারণে কাজটি পরিপূর্ণভাবে করা যাচ্ছে না বলে ওই ৩ শিক্ষক জানালেন।

উদ্যোক্তারা জানালেন, এই মডেল স্কুলটি ২০ বছর পর পুরোপুরি স্বনির্ভর হয়ে যাবে। যে ২১৯টি মেহগনি গাছ লাগানো হয়েছে প্রয়োজনানুসারে সেগুলো বিক্রি করেই মেটানো যাবে শিক্ষকদের বেতন-ভাতা থেকে শুরু করে স্কুলের যাবতীয় ব্যয়ভার। যেহেতু একটি গাছ কাটার পর সেই স্থানে নতুন আরেকটি গাছ লাগানো হবে সে কারণে পরে আর কখনই এই স্কুল পরিচালনার জন্য সরকারী বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষের সহায়তার দরকার হবে না।

নোয়াপাড়া আইডিইবি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মনিরুল হক খান জানালেন, স্কুলটির রেজিস্ট্রেশনের জন্য গত ৭ বছর ধরে তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাছেই দফায় দফায় ছুটে গেছেন। চালাচালি হয়েছে অনেক চিঠি। বিভিন্ন পর্যায়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছে নিত্য-নতুন শর্ত। একটি শর্ত পূরণ করলেই জুড়ে দেয়া হয়েছে আরেকটি নতুন শর্ত। কখনই একবারে সব শর্তের কথা বলা হয়নি। তারপরও সব শর্তই পূরণ করা হয়েছে এই ৭ বছরে। কিন্তু আজও পর্যন্ত মেলেনি রেজিস্ট্রেশন। ফলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা সরকারী বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন ধরনের সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আইডিইবি মডেল স্কুলেরপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসী নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে 'শাফিয়ার রহমান মডেল হাইস্কুল' নামের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। আইডিইবি মডেল স্কুল থেকে পঞ্চম শ্রেণী পাস করার পর ছেলেমেয়েরা ভর্তি হচ্ছে এখানে।

আইডিইবির সাধারণ সম্পাদক একেএমএ হামিদ বললেন, আমাদের মডেলটি গৃহীত হলে শুধু প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নই নয়, বরং সামগ্রিক সামাজিক সচেতনতার ক্ষেত্রেও ঘটে যাবে বিরাট বিপ্লব, নোয়াপাড়াই এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তিনি বলেন, ১৯৯৫ সালে যখন আইডিইবি মডেল প্রাথামিক বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয় তখন ওই গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ছিল ৩১টি। এখন সেই সংখ্যা উন্নীত হয়েছে ১৮৮টিতে। ৬৬টি নলকূপের স্থানে এখন হয়েছে ১৪৩টি। বিভিন্ন ধরনের গাছ ছিল ৫ বছর আগে ২ হাজার ৬৫২টি। বর্তমানে নোয়াপাড়া গ্রামে গাছের সংখ্যা ৫ হাজার ৬৮৮টি। তিনি বলেন, এই স্কুল প্রতিষ্ঠার পর পরই আমরা গ্রামের প্রতিটি পরিবারকে একটি করে নেইল কাটার দিয়েছিলাম। এখন তারা নিজেরাই প্রয়োজন হলে নেইল কাটার কিনে নিচ্ছে। কারও হাতেই বড় নখ নেই। ফলে গ্রামটিতে ডায়রিয়া রোগ নেই বললেই চলে। গত ৫ বছরে কারও ডায়রিয়া হয়েছে বলে শোনা যায়নি।